সুখের খামার
Farming Happiness
সমন্বিত কৃষি খামার এবং এগ্রো রিসোর্টের গর্বিত মালিক হোন
জমিসহ ৩০ বিঘার সমন্বিত কৃষি খামারের মালিক হন
আন্তর্জাতিক মানের এগ্রো রিসোর্টের মালিক হন
মসজিদ ও হাফিজিয়া এতিমখানা মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হন
প্রতিবছর হালাল ভাবে প্যাসিভ ইনকাম করুন
sukherkhamar.com

আমাদের স্বপ্নযাত্রা

"

আমরা শুধু ফসল ফলাচ্ছি না – বরং আগামী প্রজন্মের জন্য গড়ে তুলছি এক সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ

মোঃ তাসদীখ হাবীব

চেয়ারম্যান, সুখের খামার এগ্রো লিমিটেড

মোঃ তাসদীখ হাবীব একজন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী, যিনি গত ২২ বছর ধরে নেতৃত্ব, কমিউনিটি বিল্ডিং ও উদ্ভাবনী ব্যবসায়িক উদ্যোগে সক্রিয়ভাবে কাজ করে আসছেন।
গত সাত বছর যাবত তিনি একজন কৃষি উদ্দোক্তা হিসেবেও আলো ছড়াচ্ছেন।

স্মার্ট কৃষিই হবে বাংলাদেশের পরবর্তী বিপ্লব

তিনি বিশ্বাস করেন, 'প্রযুক্তি, মার্কেটিং ও ব্যবস্থাপনার সঠিক সমন্বয়ই কৃষি খাতে টেকসই উন্নয়নের চাবিকাঠি'

তাসদীখ হাবীবের লক্ষ্য – কৃষিকে শুধু একটি সম্মানজনক পেশা নয়, বরং একটি আধুনিক, লাভজনক ও যুববান্ধব শিল্পে রূপান্তর করা

তাঁর নেতৃত্বে, সুখের খামার এগ্রো ভিলেজ প্রকল্পটি এগিয়ে যাচ্ছে স্মার্ট এগ্রিকালচার, ব্র্যান্ড বিল্ডিং ও মার্কেট কানেক্টিভিটির এক অনন্য দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যেখানে প্রযুক্তি ও মানবিকতার মেলবন্ধনে গড়ে উঠছে একটি টেকসই কৃষি ইকোসিস্টেম।

জোবায়ের ইসলাম

ম্যানেজিং ডিরেক্টর, সুখের খামার এগ্রো লিমিটেড

দীর্ঘ ১৯ বছরের নগরজীবন ও ১৩ বছরের কর্পোরেট ক্যারিয়ার পেছনে ফেলে, জোবায়ের ইসলাম ফিরে এসেছেন গ্রামে, একটি টেকসই কৃষিভিত্তিক কমিউনিটি গড়ার স্বপ্ন নিয়ে।

বর্তমানে তিনি 'সুখের খামার এগ্রো ভিলেজ' নামে বাংলাদেশের প্রথম কৃষিভিত্তিক কমিউনিটি গড়ায় কাজ করছেন।

আমরা মাটি থেকে শুধু ফসল নয়, ভবিষ্যৎ ফলাতে চাই

এই প্রকল্পের মাধ্যমে তিনি গড়ে তুলছেন একটি আধুনিক সমন্বিত কৃষি খামার এবং এগ্রো রিসোর্ট। একইসঙ্গে নির্মাণ হচ্ছে সুখের খামার জামে মসজিদ ও হাফিজিয়া এতিমখানা মাদ্রাসা।

তাঁর লক্ষ্য – এমন একটি গ্রামীণ অর্থনৈতিক মডেল তৈরি করা, যেখানে শহরের বিনিয়োগ ও গ্রামের শ্রম একসাথে গড়ে তুলবে নিরাপদ খাদ্য, কর্মসংস্থান ও সামাজিক কল্যাণের এক টেকসই চক্র।

প্রজেক্ট ওভারভিউ

সুখের খামার এগ্রো ভিলেজ কী?

সুখের খামার এগ্রো ভিলেজ, বগুড়ার কাহালু উপজেলায় ৩০ বিঘার বিশাল জমি জুড়ে বাংলাদেশের প্রথম কমিউনিটি-বেইজড এগ্রো ট্যুরিজম ও সমন্বিত কৃষি খামার প্রকল্প।

এই প্রকল্পে একটি আধুনিক সমন্বিত কৃষি খামার, এগ্রো রিসোর্ট, মসজিদ, হাফিজিয়া এতিমখানা মাদ্রাসা ও একটি ফাউন্ডেশন নির্মাণ হচ্ছে।

এই প্রকল্পের একজন অংশীদার হিসেবে আপনি পাবেন – আজীবন নিজস্ব খামারের উৎপাদিত নিরাপদ খাদ্য, এগ্রো রিসোর্টে পরিবার সহ অবকাশ যাপনের সুযোগ, শরীয়াহ সম্মত হালাল আয় এবং টেকসই সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখার সুযোগ।

আমাদের ভিশন

একটি অংশীদারিত্বভিত্তিক কৃষি কমিউনিটি গড়ে তোলা হবে, যেখানে কৃষি, এগ্রো ট্যুরিজম ও সমাজকল্যাণ একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করবে।

এই কমিউনিটিতে বিনিয়োগকারী, কৃষক ও পর্যটক–সবাই একটি অভিন্ন প্ল্যাটফর্মে যুক্ত থাকবেন।

কৃষির উৎপাদন থেকে শুরু করে পরিবেশবান্ধব জীবনযাপন, স্থানীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সামাজিক কল্যাণ–সবকিছু মিলিয়ে এটি হবে এক নতুন ধরণের টেকসই উন্নয়ন মডেল।

আমাদের মিশন

নিরাপদ ও বিষমুক্ত খাদ্য উৎপাদন

প্রকৃতিনির্ভর ও টেকসই পদ্ধতিতে এমন খাদ্য উৎপাদন করা, যা মানুষের স্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য সম্পূর্ণ নিরাপদ।

গ্রামীণ পর্যটনের মাধ্যমে শহর-গ্রাম সংযোগ

শহরের মানুষকে গ্রামীণ জীবনের সৌন্দর্য ও কৃষির বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত করে একে অপরের প্রতি বোঝাপড়া ও সহানুভূতি তৈরি করা।

শিক্ষা, ধর্ম ও সমাজকল্যাণে বিনিয়োগ

মানবিক মূল্যবোধ ও সামাজিক দায়িত্ববোধকে কেন্দ্র করে এমন একটি কৃষি সমাজ গঠন করা, যেখানে উন্নয়ন ও মানবকল্যাণ পাশাপাশি এগিয়ে যাবে।

আমাদের উপদেষ্টামণ্ডলী

ড. মো. আলী আসগর খান
উপদেষ্টা, সুখের খামার | সাবেক অতিরিক্ত রেজিস্টার, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (BAU)

- ৩৪+ বছর কৃষি ও প্রাণিসম্পদ খাতে অভিজ্ঞ
- পিএইচডি (ডেইরি সায়েন্স), পোস্টডক্টরাল গবেষণা (বীজ ষাঁড় উৎপাদন)
- গবাদিপশু উন্নয়ন, AI, লাইভস্টক ভ্যালু চেইন বিশেষজ্ঞ
- আন্তর্জাতিক ও এনজিও পরামর্শক
- ডেইরি ফার্ম ব্যবস্থাপক, কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ কর্মকর্তা
- সামাজিক কর্মকাণ্ড ও প্রশিক্ষণেও সক্রিয়

- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মৎস্য গবেষক
- ৩৩+ বছর BFRI-তে প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও পরিচালক
- মৎস্য প্রজনন, টেলাপিয়া উন্নয়ন, বায়োফ্লক প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ
- ৬০+ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রবন্ধ
- ২০০২ সালে জাতীয় মৎস্য পুরস্কার (স্বর্ণপদক) প্রাপ্ত
- প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং কৃষকের কাছে পৌঁছে দেওয়ায় নিবেদিত

ড. এ.এইচ.এম. কোহিনুর
উপদেষ্টা, সুখের খামার | সাবেক পরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (BFRI)

ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
উপদেষ্টা, সুখের খামার | সাবেক পরিচালক, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার অ্যাগ্রিকালচার (BINA)

- বাংলাদেশ কৃষি গবেষণার সুপরিচিত নাম
- BINA-এ বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা থেকে পরিচালক পর্যন্ত দায়িত্ব পালন
- ধান, ছোলা, টমেটো জাত উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান
- ৩৪+ বছর গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও প্রশাসনে অভিজ্ঞ
- ৫২ জন মাস্টার্স ও ৪ জন পিএইচডি শিক্ষার্থীর সুপারভাইজার
- আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ: চীন, মালয়েশিয়া, ইরান, জার্মানি, সুইজারল্যান্ড

- ইসলামী ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্সে ৩০+ বছরের অভিজ্ঞতা
- ঢা. বি. এমফিল ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রিধারী গবেষক
- "Financial Crisis Management of Islamic Economic System" বিষয়ে পিএইচডি ও বিশেষজ্ঞ
- রিস্ক ম্যানেজমেন্ট, শারিয়াহভিত্তিক অর্থনীতি ও আর্থিক নীতি উন্নয়নে নেতৃত্বদায়ী
- ইসলামিক ইকোনমি, এগ্রো-ইকোনমিকস, ইনভেস্টমেন্ট সেফটি ও সাসটেইনেবল গ্রোথ মডেলে তাঁর পরামর্শে সুখের খামার আরও শক্তিশালী হচ্ছে

ড. শরীফ উদ্দিন প্রামাণিক
উপদেষ্টা, সুখের খামার,
ইসলামিক ফাইন্যান্স এক্সপার্ট

ড. ডিনেকে কোয়ার্টস
উপদেষ্টা, সুখের খামার , এগ্রো ট্যুরিজম এক্সপার্ট

- সিনিয়র বিশেষজ্ঞ (এগ্রো ট্যুরিজম), PUM নেদারল্যান্ডস
- প্রভাষক ও রিসার্চ পলিসি এডভাইজার, ব্রেডা বিশ্ববিদ্যালয়
- পর্যটন ও সাংস্কৃতিক প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় ৩০+ বছরের অভিজ্ঞতা
- আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক প্রকল্প কিউরেটর
- কমিউনিটি-বেইজড এবং টেকসই পর্যটন উন্নয়ন

সুখের খামার এগ্রো ভিলেজে কি কি থাকছে?

আধুনিক সমন্বিত কৃষি খামার

একটি টেকসই মডেল খামার যেখানে কৃষি, পশুপালন, মৎস্য, উৎপাদন ও পর্যটন একত্রে পরিচালিত হয় এবং উৎপাদন, পরিবেশ ও সমাজকল্যাণের ভারসাম্য রক্ষা করে।

এগ্রো রিসোর্ট

প্রকৃতির মাঝে বিশ্রাম, বিনোদন ও কৃষির অভিজ্ঞতা – যেখানে আধুনিক পর্যটন ও গ্রামীণ জীবন একসাথে উপভোগ করা যায়।

সুখের খামার মসজিদ ও হাফিজিয়া এতিমখানা মাদ্রাসা

ধর্ম, শিক্ষা ও মানবকল্যাণের সমন্বয়ে গড়ে তোলা এক মানবিক উদ্যোগ, যেখানে আধ্যাত্মিক চর্চা ও অনাথ শিশুদের শিক্ষার সুযোগ একসাথে নিশ্চিত করা হয়।

সুখের খামার ফাউন্ডেশন

মানবকল্যাণ, শিক্ষা, কৃষি উন্নয়ন ও সামাজিক পরিবর্তনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত একটি অ-লাভজনক উদ্যোগ, যা টেকসই উন্নয়ন ও নৈতিক সমাজ গঠনে কাজ করে।

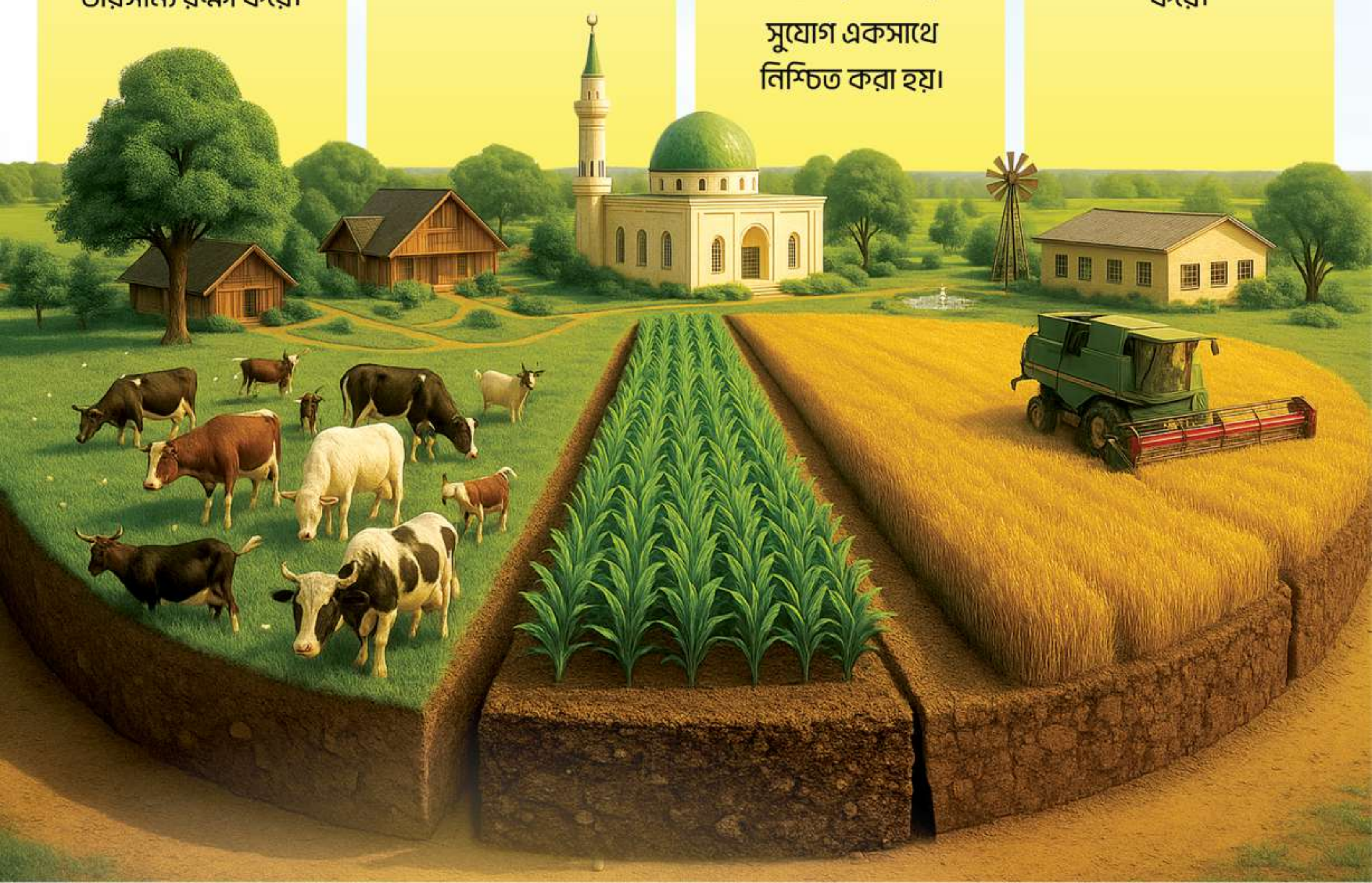

সুখের খামার এগ্রো ভিলেজ - শরীয়াহভিত্তিক মুশারাকা পদ্ধতিতে পরিচালিত

১ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে মালিকানা:

সুখের খামার এগ্রো ভিলেজ প্রকল্পে বিনিয়োগকারী (Raab-ul-Maal) অর্থ প্রদান করেন এবং সুখের খামার কর্তৃপক্ষ প্রকল্প ব্যবস্থাপক (Mudarib) হিসেবে ব্যবসায়িক পরিকল্পনা, দক্ষতা ও ব্যবস্থাপনা দেয় – উভয় পক্ষই প্রকৃত অংশীদার।

২ বাস্তব সম্পত্তিতে শেয়ার মালিকানা:

প্রত্যেক বিনিয়োগকারী (Raab-ul-Maal) প্রকল্পের নির্দিষ্ট অংশের আইনি মালিক হন – শুধু কাগুজে শেয়ার নয়, বাস্তব জমি ও স্থাপনায় অংশীদারিত্ব লাভ করেন।

৩ স্বচ্ছতা ও হিসাবনির্ভর মুনাফা:

প্রতি বছর অডিট ও হিসাব শেষে প্রকৃত আয় অনুযায়ী লাভ বণ্টন করা হয় – অনুমান নয়, বাস্তব ফলাফলের ভিত্তিতে।

৪ বাস্তব উৎপাদন ও সেবা থেকে আয়:

আয় আসে কৃষি, পশুপালন, এগ্রো রিসোর্ট, ট্যুরিজম ও উৎপাদিত পণ্যের বিক্রি থেকে – কোনো কাল্পনিক বা আর্থিক কৌশলে নয়।

৫ লাভ-ক্ষতির ন্যায্য বণ্টন:

প্রকল্পের বার্ষিক মুনাফা শেয়ার অনুপাতে বণ্টিত হয় এবং লাভ-ক্ষতি হলে সবাই সেই অনুপাতে অংশ নেয় – কোনো স্থির রিটার্ন নেই।

৬ শরীয়াহ বোর্ডের তত্ত্বাবধান:

সকল চুক্তি, বিনিয়োগ, লেনদেন ও লাভ বণ্টন শরীয়াহ বোর্ডের তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়, যাতে পুরো সিস্টেম হালাল থাকে।

৭ প্রকল্প ব্যবস্থাপকের নিজস্ব ঝুঁকি:

সুখের খামার কর্তৃপক্ষ নিজেরাও ২৫% শেয়ারের মালিক; অর্থাৎ তারা বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে সমানভাবে ঝুঁকি ও লাভে অংশ নেয়, যা শরীয়াহ সম্মত।

৮ বিশ্বাস, আমানত ও ন্যায্যতা:

সুখের খামার এগ্রো ভিলেজ শরীয়াহর মূল নীতি – "ঝুঁকি ভাগাভাগি, স্বচ্ছতা ও ন্যায্যতা" – অনুসারে পরিচালিত হয়, যা এই প্রকল্পকে অন্যদের থেকে আলাদা করে।

৯ সুদমুক্ত বিনিয়োগ কাঠামো:

এখানে কোনো সুদভিত্তিক ঋণ, গ্যারান্টিড প্রফিট বা অগ্রিম রিটার্ন নেই – পুরোপুরি শরীয়াহ-সম্মত অংশীদারিত্বভিত্তিক বিনিয়োগ।

১০ বিনিয়োগকারীর অধিকার ও এক্সিট সুবিধা:

যে কোন সময় বিনিয়োগকারীরা তাদের শেয়ার বিক্রি বা হস্তান্তর করতে পারেন – মালিকানা হস্তান্তর সম্পূর্ণ বৈধ ও স্বচ্ছভাবে হয়।

সমন্বিত কৃষি খামার

এই এগ্রো ভিলেজে কি কি আছে?

৩০ বিঘা জমিতে গড়ে উঠছে আধুনিক সমন্বিত কৃষি খামার –
যেখানে প্রাণিসম্পদ, মৎস্য ও ফসল উৎপাদন হবে এক সমন্বিত ব্যবস্থাপনায়।

এখানে থাকছে –

- গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগি, ভেড়া ও দুম্বার খামার।
- মাছের পুকুর এবং bottom-clean পদ্ধতিতে আধুনিক মাছ চাষ।
- Polynet house-এ (অধুনিক কীটনাশকমুক্ত গ্রীণহাউজ) বিষমুক্ত সবজি ও ফল উৎপাদন।

অংশীদার সুবিধা:

অংশীদাররা সারা বছর সুখের খামারে উৎপাদিত তাজা ও নিরাপদ পণ্য ঘরে বসেই সাশ্রয়ী মূল্যে ক্রয় করতে পারবেন।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

উৎপাদিত পণ্য আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানি করে দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখার লক্ষ্য রয়েছে।

আয়ের উৎস:

খামারে উৎপাদিত গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি, দুম্বা, ভেড়া ও বিভিন্ন ধরনের পণ্য বাজারজাতকরণই হবে এ প্রকল্পের অন্যতম প্রধান আয়ের উৎস

এগ্রো রিসোর্ট

এই এগ্রো ভিলেজে কি কি আছে?

৩০ বিঘার একটি অংশে গড়ে উঠছে আন্তর্জাতিক মানের এগ্রো রিসোর্ট, যা প্রকৃতি, কৃষি ও বিনোদনের সমন্বয়ে বাংলাদেশের পর্যটনে এক নতুন অধ্যায় যোগ করবে। এখানে আগত দর্শনার্থীরা পাবেন গ্রামীণ জীবন, কৃষি অভিজ্ঞতা ও আধুনিক রিসোর্টের আরাম একসাথে উপভোগের সুযোগ।

নোট: বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ পর্যটন বাজারের আকার ৩০ হাজার কোটি টাকার বেশি (পর্যটন বোর্ড, ২০২৪)। এগ্রো-ট্যুরিজমে বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ১৫%, যা এই প্রকল্পকে আরও লাভজনক করে তুলেবে।

- প্রাকৃতিক পরিবেশে নির্মিত ইকো কটেজ
- সুইমিং পুল, গেমিং জোন ও খেলার মাঠ
- ফার্ম-টু-টেবিল রেস্টুরেন্ট ও কনফারেন্স হল

অংশীদার সুবিধা:

অংশীদারগণ প্রতিবছর বিনামূল্যে পরিবারসহ রিসোর্টে অবকাশ যাপন করতে পারবেন এবং এগ্রো-রিসোর্টের আয়ের লভ্যাংশ শেয়ার অনুপাতে বছর শেষে বুঝে পাবেন।

আয়ের উৎস:

এগ্রো রিসোর্ট হবে প্রকল্পের দ্বিতীয় প্রধান আয়ের উৎস। কৃষি উৎপাদন থেকে আসা আয়ের পাশাপাশি এটি একটি নিয়মিত ও স্থায়ী আর্থিক প্রবাহ তৈরি করবে। দেশি ও আন্তর্জাতিক পর্যটকদের আগমন, রিসোর্ট ভাড়া, রেস্টুরেন্ট, ইভেন্ট ও কনফারেন্স আয়োজন–সবকিছু মিলিয়ে এটি প্রকল্পের আর্থিক ভিত্তিকে আরও শক্তিশালী ও টেকসই করে তুলবে।

জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম

এই এগ্রো ভিলেজে কি কি আছে?

৩০ বিঘার এক অংশে গড়ে তোলা হচ্ছে জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান, যা সুখের খামারের সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রতীক

সুখের খামার জামে মসজিদ

সুখের খামার মসজিদ হবে একটি আধুনিক ও সুন্দর জামে মসজিদ, যা সবার জন্য উন্মুক্ত ও সুশৃঙ্খল। এটি শুধু নামাজের স্থান নয়, বরং কমিউনিটির আধ্যাত্মিক ও সামাজিক কেন্দ্র হিসেবে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের প্রতীক হয়ে উঠবে। এখানে ধর্মীয় শিক্ষা ও মূল্যবোধ চর্চার মাধ্যমে প্রজন্মকে সঠিক পথে পরিচালিত করা হবে।

হাফিজিয়া এতিমখানা মাদ্রাসা

সুখের খামার হাফিজিয়া এতিমখানা মাদ্রাসা হবে এতিম শিশুদের জন্য একটি নিরাপদ ও শিক্ষামূলক আশ্রয়স্থল। এখানে তাদের জন্য মানসম্মত ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা প্রদান করা হবে, পাশাপাশি প্রাথমিক আধুনিক শিক্ষার সুযোগও থাকবে। এটি শুধু একটি মাদ্রাসা নয়, বরং শিশুদের জন্য উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার ভিত্তি।

সুখের খামার ফাউন্ডেশন

সুখের খামার ফাউন্ডেশন হবে সামাজিক উন্নয়নের একটি অঙ্গীকার। এর মাধ্যমে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও কৃষি খাতে কার্যক্রম পরিচালিত হবে, যা কমিউনিটির মানুষের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে। এই ফাউন্ডেশন সমাজে কল্যাণ ও দায়বদ্ধতার এক বাস্তব উদাহরণ হয়ে উঠবে।

এছাড়া থাকছে টেকসই কৃষির উপাদান

জিরো ওয়েস্ট মডেল

প্রতিদিনের প্রায় ১০ টন বর্জ্য অপচয় না হয়ে কম্পোস্ট, বায়োগ্যাস ও অন্যান্য কাজে ব্যবহার হবে।

বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট

খামারের প্রতিদিনের বর্জ্য থেকে উৎপাদিত বায়োগ্যাস রান্না ও বিদ্যুৎ উৎপাদনে কাজে লাগবে, যা জ্বালানি খরচ কমাবে।

গোবর সার (কম্পোস্ট সার)

গরুর গোবর থেকে তৈরি ভার্মি ও ট্রাইকো কম্পোস্ট মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করবে এবং স্থানীয় কৃষকদের জন্য মানসম্মত জৈবসার সরবরাহ করবে।

সোলার এনার্জি

খামারে স্থাপিত সোলার প্যানেল বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণ করবে, খরচ কমাবে এবং পরিবেশবান্ধব জ্বালানি নিশ্চিত করবে।

রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং

বৃষ্টির পানি সংগ্রহ করে খামারের পানির চাহিদা মেটানো হবে, বিশেষত খরার সময় এটি হবে বিকল্প উৎস।

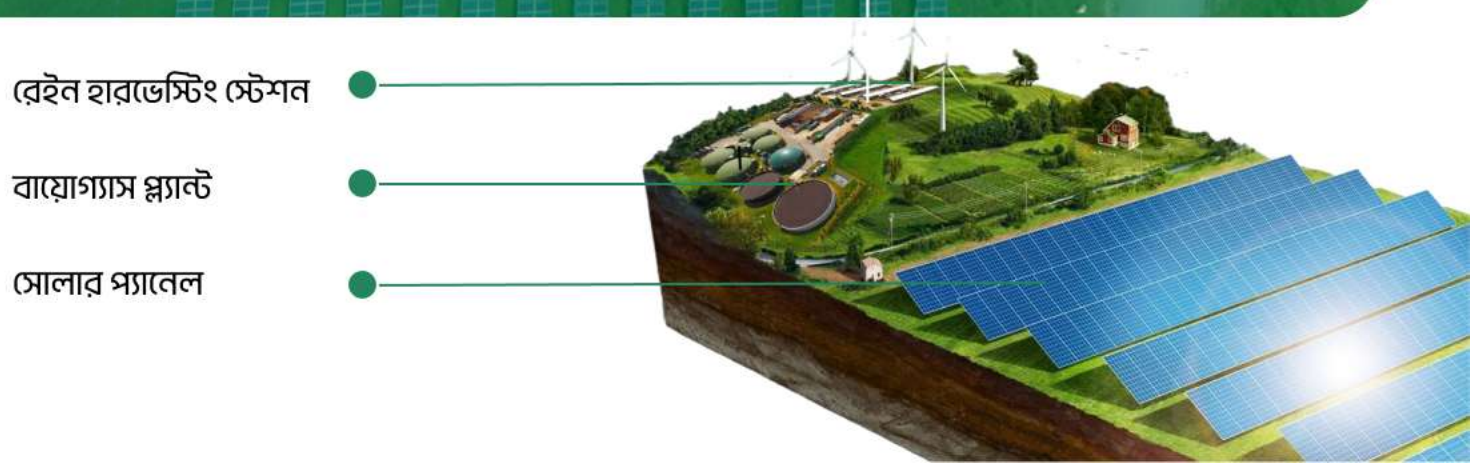

সুখের বাজার দিচ্ছে নিরাপদ, বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যসম্মত পণ্য, সরাসরি মাঠ থেকে আপনার বাড়িতে পৌঁছানোর নিশ্চয়তা

সারা বছরের নিরাপদ পণ্য – দেশি হাস- মুরগি, গরু- ছাগলের মাংস, মাছ, চাল, ঘি, শাক সবজি, সরিষার তেল ও মসলা সবই ১০০% বিশুদ্ধ ও নিরাপদ পণ্য পাবেন সাশ্রয়ী মূল্যে।

ডেলিভারি আপনার দোরগোড়ায় – দেশের যেকোনো প্রান্তে দ্রুত ও নিরাপদে পণ্য পৌঁছে যাবে আপনার হাতে।

কোরবানির বিশেষ সুবিধা – সাশ্রয়ী মূল্যে স্বাস্থ্যপরীক্ষিত ও হালাল গরু, ছাগল ও দুম্বা সরাসরি ফার্ম থেকে পৌঁছে যাবে আপনার বাড়িতে।

"সুখের বাজার – খামার থেকে আপনার ঘরে বিশুদ্ধতার নিশ্চয়তা।"

প্রজেক্টের ইম্প্যাক্ট

আমরা শুধু কৃষি কাজ করছি না – আমরা গড়ে তুলছি একটি টেকসই ভবিষ্যৎ।
আপনার বিনিয়োগের প্রতিটি টাকা কাজ করবে মানুষ, প্রকৃতি ও দেশের অর্থনীতিকে একসাথে সমৃদ্ধ করতে।

টেকসই উন্নয়নের সহযাত্রী

- জাতিসংঘের SDG লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
- পরিবেশ, অর্থনীতি ও সমাজের উন্নয়নে নানান কার্যক্রম।

গ্রামীণ অর্থনীতির সমৃদ্ধি

- কৃষি, পর্যটন ও উৎপাদনের মাধ্যমে সমৃদ্ধি।
- স্বনির্ভর ও টেকসই গ্রামীণ অর্থনীতি।

কর্মসংস্থান সৃষ্টি

- ১,000+ মানুষের জীবনমান উন্নয়ন।
- স্বনির্ভর কমিউনিটি তৈরি।

স্বাস্থ্যকর খাদ্য আন্দোলন

- বিষমুক্ত, স্বাস্থ্যকর খাবার উৎপাদন।
- নিজস্ব কমিউনিটির স্বাস্থ্য সুরক্ষা।

মাটি পুনরুজ্জীবন

- জৈবসার ব্যবহারে উর্বরতা বৃদ্ধি।
- রাসায়নিক সার ও বিষমুক্ত কৃষি ব্যবস্থা।

পানি সংরক্ষণ

- বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও পুনঃব্যবহার।
- ভূগর্ভস্থ পানির স্তর পুনরুজ্জীবিত করা।

গ্রিন এনার্জি উৎপাদন

- সোলার/বায়োগ্যাস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন।
- খামারের এনার্জি খরচে স্বনির্ভরতা।

কৃষকের ন্যায্য মূল্য

- সরাসরি বাজার সংযোগ।
- কৃষকের আয় বৃদ্ধি।

শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন

- আধুনিক কৃষি প্রশিক্ষণ + ধর্মীয় শিক্ষা।
- শিশু, যুবক ও কৃষকদের জন্য দক্ষতা বৃদ্ধি।

সুখের বাজার (Farm to Dining)

- খামার থেকে সরাসরি ভোক্তার হাতে পণ্য পৌঁছানো
- ১00% খাঁটি, ভেজালমুক্ত ও মানসম্মত পণ্য।

এটি এমন এক প্রকল্প যেখানে লাভের পাশাপাশি আছে সৃষ্টি, অংশগ্রহণ ও প্রশান্তির আনন্দ।

সুখের খামার এগ্রো ভিলেজ কেন বগুড়ায়?

সোনার মত মাটি

বগুড়ার মাটি বাংলাদেশের সবচেয়ে উর্বর অঞ্চলের একটি। এখানে বছরে ৩-৪ মৌসুমে উৎপাদন সম্ভব, ফলন গড়ে ২০-২৫% বেশি।

কৃষি ও দুগ্ধের রাজধানী

বগুড়া দেশের দুধ উৎপাদনের শীর্ষ জেলা, এখানে প্রতিদিন গড়ে ১৫ লাখ লিটার দুধ উৎপাদিত হয়। ফলন ও প্রক্রিয়াজাত শিল্পে রয়েছে বিশাল সম্ভাবনা।

যোগাযোগ ব্যবস্থা

ঢাকা থেকে মাত্র ৪ ঘণ্টার দূরত্ব, বগুড়া সংযুক্ত নর্থবেঙ্গল হাইওয়ে, রেললাইন ও বিমানবন্দর সংযোগে। পণ্য পরিবহন দ্রুত, খরচ কম–মুনাফা বেশি।

আধুনিক অবকাঠামো ও জনবল

এখানে রয়েছে ৬টি বিশ্ববিদ্যালয় ও ১০+ টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট, যা নিশ্চিত করে দক্ষ কৃষি জনবল ও গবেষণা সহায়তা। স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ ও ইন্টারনেট সুবিধা ইতোমধ্যেই উন্নত মানের।

বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ

বগুড়া এখন সরকারের উন্নয়ন অগ্রাধিকার অঞ্চল, কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও এগ্রো-ইন্ডাস্ট্রিতে কর রেয়াত ও প্রণোদনা রয়েছে।

ঐতিহাসিক নিদর্শন

মহাস্থানগড়, বেহুলার বাসরঘর, শাহ সুলতান (র.)-এর মাজার, ভাসু বিহার, শিলাদেবীর ঘাট ও যুগিরভাবন মন্দিরসহ বগুড়া ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ–এগ্রো ট্যুরিজমের জন্য এক আদর্শ গন্তব্য।

এ অঞ্চল পশুপালন ও কৃষির জন্য অত্যন্ত সম্ভাবনাময়। এখানে উন্নত ব্রিডের পশু সহজলভ্য, আর উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা (এয়ারপোর্ট, রেললাইন, হাইওয়ে) পণ্য পরিবহনকে সহজ করেছে। উর্বর মাটি বছরে তিন ফসলের সুযোগ দেয়, যেখানে যেকোনো ফসল চাষযোগ্য। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল ও সিটি কর্পোরেশন এ অঞ্চলের উন্নয়নকে সমর্থন করছে। মহাস্থানগড়, ভাসু বিহার ও অন্যান্য ঐতিহাসিক নিদর্শন পর্যটন ও শিক্ষার নতুন সম্ভাবনা তৈরি করছে।

কেন সুখের খামার এগ্রো ভিলেজের মালিক হবেন?

আজীবন মালিকানা

মাত্র ২,৯৫,০০০ টাকায় সুখের খামার এগ্রো ভিলেজ প্রকল্পের একটি শেয়ারের আজীবন মালিকানা।

জমির মালিকানা

সাফ কবলা দলিলসহ এগ্রো ভিলেজের ৩০ বিঘা জমির একাংশের রেজিস্ট্রেশন।

প্রতি বছর হালাল মুনাফা

বছর শেষে সমন্বিত কৃষি খামার ও এগ্রো রিসোর্টের আয় হতে আজীবন হালাল মুনাফা অর্জনের সুযোগ।

ফ্রি অবকাশ

প্রতি বছর এগ্রো রিসোর্টে পরিবারসহ ফ্রি অবকাশ যাপন।

পরিবারের জন্য নিরাপদ খাদ্য

পরিবারের জন্য আজীবন ভেজাল মুক্ত নিরাপদ খাদ্যের নিশ্চয়তা।

সাশ্রয়

কোরবানির জন্য গরু, ছাগল, দুম্বা এবং সারাবছর দেশী হাস-মুরগী, ডিম-দুধ সহ খামারের অন্যান্য উৎপাদিত পন্য সাশ্রয়ী মূল্যে ক্রয়ের সুযোগ।

প্রতিষ্ঠাতা সদস্যপদ

প্রকল্পের মসজিদ ও হাফিজিয়া এতিমখানা মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা সদস্যপদ।

মালিকানা হস্তান্তর

প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম উত্তরাধিকার সূত্রে সুখের খামার এগ্রো ভিলেজ প্রকল্পের মুনাফা অর্জন ও মালিকানা হস্তান্তরের সুযোগ।

দাতা সদস্যপদ

সুখের খামার ফাউন্ডেশনের আজীবন দাতা সদস্যপদ।

শেয়ার পুনঃ বিক্রয়

শেয়ার মূল্য বৃদ্ধির নিশ্চয়তা এবং যেকোন সময় শেয়ার পুনঃ বিক্রয়ের সুবিধা।

অংশীদারদের মন্তব্য

যারা আমাদের উপর বিশ্বাস রেখেছেন, তাদের মন্তব্য

প্রবাসে থেকেও কৃষি উদ্যোক্তা হওয়ার গল্প

আমার স্বপ্ন ছিল নিজে একটি খামার ও কৃষি প্রকল্প করব, কিন্তু প্রবাসে থাকায় তা সম্ভব হচ্ছিল না। সুখের খামার এগ্রো ভিলেজে বিনিয়োগ করে সেই স্বপ্ন আজ বাস্তব। প্রবাসে থেকেও আমি এখন একজন গর্বিত কৃষি উদ্যোক্তা। ধন্যবাদ সুখের খামারকে এই সুযোগের জন্য।

জামাল উদ্দিন মালেক
প্রবাসী

এক টুকরো জমি , আর অবকাশের জায়গা

আমরা এক টুকরো জমি পেলাম, আর নিজের অবকাশের জায়গা পেলাম। এখানে প্রকৃতির মাঝে আমরা দুজন সময় কাটাবো, আর প্যাসিভ আয়ের মাধ্যমে এগিয়ে চলবে আমাদের ভবিষ্যতের অর্থনৈতিক সুরক্ষা। এগ্রো ভিলেজের অংশীদার হওয়ার এই যাত্রায়, 'সুখের খামার' আমাদের জন্য শান্তির আরেক নাম।

সবুজ আয়াত
কন্টেন্ট ক্রিয়েটর

কেবল অর্থ নয়, স্বপ্ন আর সম্ভাবনায় বিনিয়োগ করা

কৃষি খাতে বিনিয়োগ করার কথা আগে ভাবিনি, কারণ এ ক্ষেত্রের ঝুঁকি ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা ছিল না। কিন্তু সুখের খামার-এর স্বচ্ছ ও নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থাপনা আমাকে দ্রুতই আস্থা এনে দিয়েছে। তাদের পেশাদারিত্বই আমাকে বুঝিয়েছে–এই বিনিয়োগ আমার অন্যতম স্মার্ট সিদ্ধান্ত।

মাসুদ রানা
বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক

মসজিদ নির্মাণের স্বপ্ন পূরণ

প্রবাসে থেকেও দেশে একটি মসজিদ করার ইচ্ছা ছিল দীর্ঘদিনের, কিন্তু একার পক্ষে এত টাকা ও সময় ম্যানেজ করা সহজ নয়। সুখের খামার এগ্রো ভিলেজের একটি শেয়ার নিয়ে আমি এখন মসজিদ ও হাফেজিয়া এতিমখানা মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হতে পেরেছি–যা আমার জন্য আত্মিক প্রশান্তি ও সাদাকায়ে জারিয়ার এক বিরল সুযোগ।

রুপা ইসলাম
প্রবাসী

ঘরে বসে হালাল আয়ের সুযোগ

আমি একজন গৃহিণী, সবসময়ই চেয়েছি ঘরে বসে হালাল উপায়ে প্যাসিভ ইনকাম করতে। সুখের খামার এগ্রো ভিলেজ আমাকে সেই সুযোগ করে দিয়েছে। এখন আমি নিরাপদ এবং বাস্তব একটি প্রকল্পের অংশীদার, যা আমাকে মানসিক শান্তি ও আয়ের নিশ্চয়তা দুটোই দিচ্ছে।

রওশান জাহান
গৃহিণী

বাস্তব মালিকানার অনুভূতি

জমি সহ ৩০ বিঘার এই সমন্বিত কৃষি খামার ও এগ্রো রিসোর্ট প্রকল্পের অংশীদার হতে পেরে আমি সত্যিই আনন্দিত। এটি শুধু কাগজে-কলমে মালিকানা নয়, এটি বাস্তব জমি ও বাস্তব প্রকল্পের দায়িত্বশীল অংশীদার হওয়ার সুযোগ। এমন একটি দীর্ঘমেয়াদি ও টেকসই উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারা সত্যিই গর্বের।

আহসান হাবীব
চাকরিজীবী

সুখের খামার এগ্রো ভিলেজ - সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর (FAQ)

১ **সুখের খামার এগ্রো ভিলেজ কী?**

বাংলাদেশের প্রথম কমিউনিটি বেইজড কৃষি প্রকল্প, যেখানে সমন্বিত কৃষি, এগ্রো রিসোর্ট, মসজিদ ও মাদ্রাসা–সব একসাথে গড়ে উঠছে ৩০ বিঘা জমির উপর।

২ **এখানে বিনিয়োগ করলে আমি কী পাবো?**

আপনি হবেন জমির মালিক, খামার ও এগ্রো রিসোর্টের মালিক এবং প্রতিবছর হালাল মুনাফার অংশগ্রহণকারী। মসজিদ, মাদ্রাসা ও ফাউন্ডেশনের একজন প্রতিষ্ঠাতা।

৩ **বিনিয়োগ কতটা নিরাপদ?**

প্রত্যেক বিনিয়োগকারীকে সাবকবলা দলিলের মাধ্যমে জমির মালিকানা দেওয়া হয়, এবং সব লেনদেন হয় ব্যাংকিং চ্যানেলে – একদম স্বচ্ছ ও বৈধভাবে।

৪ **বছরে কত লাভ পাওয়া যায়?**

গড়ে বছরে ১৫%-২০% পর্যন্ত হালাল ও স্থায়ী রিটার্নের লক্ষ্য রাখা হয়েছে, লাভ শেয়ার অনুপাতে বণ্টন হয়।

৫ **আমি চাইলে কি শেয়ার বিক্রি করতে পারবো?**

অবশ্যই পারবেন। ৩ মাসের নোটিশে অন্য বিনিয়োগকারীর কাছে বা কোম্পানির বাই-ব্যাক প্রোগ্রামের মাধ্যমে বিক্রি করা যায়।

৬ **প্রকল্প থেকে আয় কবে থেকে শুরু হবে?**

জানুয়ারি ২০২৬ থেকে শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে লাভ বণ্টন শুরু হবে ইনশাআল্লাহ।

৭ **ধর্মীয় বা সামাজিক কল্যাণমূলক দিক থেকে এর ভূমিকা কী?**

এখানে নির্মিত হচ্ছে মসজিদ ও হাফিজিয়া এতিমখানা মাদ্রাসা ও ফাউন্ডেশন – প্রত্যেক শেয়ারহোল্ডার হবেন এই প্রতিষ্ঠান গুলোর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য।

৮ **প্রকল্পের টিম কারা?**

এটি পরিচালিত হচ্ছে অভিজ্ঞ উদ্যোক্তাদের তত্ত্বাবধানে ও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপদেষ্টা হিসেবে আছেন ৩ জন এক্স-প্রফেসরদের পরামর্শে, যাদের প্রত্যেকের ৩৫+ বছরের প্র্যাকটিকাল অভিজ্ঞতা রয়েছে। আরো আছেন PUM Netherland ড. ডিনেকা যার রয়েছে ৩০ বছরের বেশি সময় এগ্রো ট্যুরিজম নিয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা।

৯ **ভবিষ্যতে প্রকল্পের লক্ষ্য কী?**

এটি হবে বাংলাদেশের প্রথম "মডেল এগ্রো টুরিজম হাব", যেখানে ফুড প্রসেসিং ও ডিজিটাল ফার্ম-টু-টেবিল মার্কেট যুক্ত হবে।

১০ **একটি শেয়ারের মূল্য কত?**

বর্তমানে প্রতিটি শেয়ার ২ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা। একজন ব্যক্তি একাধিক শেয়ারের মালিক হতে পারবেন।

সুখের খামার এগ্রো ভিলেজ – যেখানে বিনিয়োগ মানে ইহকাল ও পরকালের লাভ, আর কৃষি মানে ভবিষ্যৎ।

০১৯১১০৪৬৩৮৩

sukherkhamar.com

গ্রামঃ বাগাইল (বাঁকা দিঘী),
ইউনিয়নঃ পাইকড়
পোস্ট: আড়লা, থানা: কাহালু,
জেলা: বগুড়া, বাংলাদেশ

ঢাকা অফিস ঃ

বাড়ি ২৪, ফ্ল্যাট এ১, রোড ০১,
ব্লক বি, নিকেতন, গুলশান-১,
ঢাকা - ১২১২